দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ফাযিল-কামিলের জন্য ইবি'র প্রশাসনিক ক্যাম্পাস ঢাকায় স্থাপন জরুরী

ইনকিলাব রিপোর্ট : মাদ্রাসা শিক্ষার ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর মান দেয়া এবং মাদ্রাসা অধিভুক্তির দায়িত্ব কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হওয়ার কারণে ঢাকায় অথবা ঢাকার উপকণ্ঠে প্রশাসনিক ক্যাম্পাস স্থাপন মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থেই জরুরী হয়ে পড়েছে। ফাযিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা সংক্রান্ত গত ১১ অক্টোবর ২০০৬-এর সরকারী প্রজ্ঞাপন জারির পর পরই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ছাত্র-শিক্ষকসহ দেশের ধর্মপ্রাণ জনতা ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রি ও ৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট-২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাস্টার্সের মান প্রদানের জন্য ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করে আসছিলেন। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এ দাবী উপেক্ষা করে ফাযিল-কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তীতে ফাযিল-কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে ইবি'র অধীনে অধিভুক্তি কারিকুলাম তৈরী, সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম কিছুটা শুরুর আভাস পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিবিধ কারণে মাদ্রাসার একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশনসহ বহুবিদ প্রশাসনিক কাজে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করছেন মাদ্রাসা প্রধানগণ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ঢাকা থেকে কমবেশী ২৫০ কিলোমিটার দূরে। অনেক জেলা-উপজেলার এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সেখানে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। এমতাবস্থায় মাদ্রাসার কাজে কুষ্টিয়ায় যাতায়াতসহ নানাভবে হয়রানিরও আশংকা করছেন তারা। তাদের মতে, দাখিল- কামিলের মান দেয়া এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য কুষ্টিয়া যাতায়াতের ফলে বিপুল সময় ও অর্থের অপচয় হবে। মাদ্রাসা প্রধান এবং এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মচারীদের মতামত হচ্ছে, যে কোন জাতীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র রাজধানীতে স্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট কাজে যারা ঢাকায় আসবেন তাদের কোন না কোন আত্মীয় ঢাকায় থাকেন। মাদ্রাসার যে কোন কাজে ঢাকায় আসলে আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য কাজ করে যেতে পারেন তাতে অর্থ এবং সময়ের অপচয় কম হবে। অপরদিকে রাজনৈতিক সংঘাত, দলাদলি ইত্যাদির কারণে ইবি ক্যাম্পাসকে কেউই শংকামুক্ত মনে করেন না। এমনিভাবে রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরে এক প্রান্তিক এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হওয়াতে সেখানে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও ছিনতাইকারীর কবলে পড়ার আশংকা করছেন সকলে। তাই তারা চাচ্ছেন ফাযিল ও কামিলের জন্য ঢাকায় ইবির প্রশাসনিক ক্যাম্পাস। তারা মনে করেন, ঢাকায় প্রশাসনিক ক্যাম্পাস হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসা প্রধান ও সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগ যেমন সহজ হবে তেমনি তাদের জান-মালের নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হবে। তা না হলে বিভিন্ন এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষকগণ সিলেট থেকে ঢাকা হয়ে কুষ্টিয়া যাওয়ার ন্যায় বিড়ম্বনায় ভুগতে হবে।